শতবর্ষে কবি অরুণ মিত্র

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় অরুণ মিত্র বহু মাত্রিকতা, বহু দিগন্ত স্পর্শ করা একজন কবি। নিজস্বতায় প্রোজ্জ্বল। রবীন্দ্র জীবনকালে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে নিজ নিজ সামর্থ্যে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তির পথে চললেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কামিনী রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রমুখেরা রবীন্দ্র অনুসারিতার দিকেই থেকে গেলেন। মোটামুটি তিরিশ চল্লিশের কালে একদল কবি উল্লিখিত দুদিক থেকেই দূরবর্তী অবস্থানে থেকে গেলেন। ১৯১৭ এর বলশেভিক বিপ্লবোত্তর দুনিয়ার মার্কসীয় দর্শন সাম্যবাদী আদর্শের ধ্রুবপদে স্বেচ্ছাদীক্ষিত হয়ে বাংলা কবিতার নতুন নতুন মন - মনন ও চেতনা ধারার সৃষ্টি করলেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ - দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীবাদী অহিংস ধারার সমান্তরালে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন - শহিদের আত্মত্যাগ - ঔপনিবেশিক দেশ ও বিশ্বের নানা স্থানের শোষণ শাসন - ফ্যাসিস্ট দানবের হানাদারি - মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে রোঁমা রোঁলা - আঁরি বারবুনা - আইনস্টাইন - গোর্কিদের কণ্ঠে প্রতিবাদের কণ্ঠ মেলালেন। কিছু পরে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা মন্বন্তর ইত্যাকার বিশ্ব ও দেশীয় পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতের ভিতরে দাঁড়িয়ে কবিতায় মাথা তুললেন একদল কবি; তাঁদের দলে অরুণ মিত্র - সুভাষ মুখোপাধ্যায় - মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় - দিনেশ দাশ - রাম বসু - বিমল চন্দ্র ঘোষ - সিদ্ধেশ্বর সেন - গোলাম কুদ্দুস সকলে মিলেই প্রগতি কবিতা আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন।

উল্লিখিত সময়কালের প্রগতি সাহিত্য সংস্কৃতি বিশেষ করে কবিতা আন্দোলনের অগ্রণী কবি অরুণ মিত্রের ১৯০৯ সালের ২রা নভেম্বর ওবাংলার যশোর শহরে জন্ম। পিতা হীরালাল মিত্র এবং মাতা যামিনীবালা দেবীর ছটি সন্তানের মধ্যে বড়। শিশুকাল নিজের বাড়ি ও মাতুলালয়ে মফস্বল শহরে গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে কেটেছে। শিক্ষাজীবন কলকাতায় শুরু বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজ এবং ১৯৩০ এ সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে সাম্মানিক স্নাতক হন। একেবারে কৈশোরে কোন বিপ্লবী দল প্রকাশিত কিশোর পথ 'বেনু' তে তাঁর প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়। কয়েক বন্ধু মিলে 'কল্যানী' নামের পত্রিকায় ছদ্মনামে গল্প - কবিতা লিখেছেন। মাতুলালয়ে সরকারি উকিল দাদামশাইয়ের সাহিত্য পত্র কিনে পড়ার অভ্যাস থাকায় কৈশোর এবং প্রাক যৌবন ও যৌবনকালে নানা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সংস্কৃতিময় সমাজ ও বিশ্বের চালচিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল। সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক বাতাবরণে জড়িয়ে পড়ছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামী বিদ্রোহ - গান্ধীবাদ - সাম্যবাদ সকল রকমের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ হচ্ছিলেন। পরিচিতদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে সাম্যবাদী সাংবাদিকতায় অগ্রগণ্য মানুষ সম্পর্কিত ভাই সুকুমার মিত্র ছিলেন অন্যতম। মাতুলালয়ের সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই বায়োজ্যেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও লেখক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য তাকে আগমী দিনে সাহিত্য স্রষ্টার ভূমিকায় মান্যতা পাবার প্রক্রিয়ায় স্থিত হবার অবকাশ সৃষ্টি করেছিল, এ সত্য কবি অরুণ মিত্র স্বীকার করতেন। সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষন ছিল খুবই। কলেজের মিলনানুষ্ঠান এবং অন্যান্য গানের অনুষ্ঠানে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং শচীনদেব বর্মনের গান শুনতে ছুটে যেতেন। মার্গসঙ্গীত বিশেষত বাংলা রাগাশ্রয়ী গান খুব ভালবাসতেন।

।। দুই ।।

ইংরাজিতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি পারিবারিক নানা সমস্যার টালমাটালের কারণে। প্রথাগত এবং পাঠ্যক্রমানুগ পড়াশোনার থেকে নানা রকম জ্ঞান চর্চায় ছিল আগ্রহ বেশি। ভিক্টর হুগোর উপন্যাসের অনুবাদ পড়ে ফরাসি ভাষার প্রতি বিশেষ উৎসাহ বোধ করে ফরাসি ভাষা শেখায় উৎসাহী হয়ে নিজের প্রচেষ্টায় এবং পরিচিত কারও কারও সহায়তা পেয়েছেন। ১৯২৯ - ৩০ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে স্নাতকস্তরে পড়ার সময়েই তিনি কলেজের পত্রিকায় আলফাঁস দোদে কে নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। মাত্র বাইশ বছর বয়েসেই কর্মজীবন শুরু করতে হয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত আনন্দবাজার পত্রিকার দপ্তরে। ১৯৩১ - ১৯৪২ সাল পর্যন্ত আনন্দবাজারে চাকরি করেন। চাকরি সুত্রেই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ সব খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অরুণ মিত্র অন্যতম। তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সদানন্দ রোডের বাড়িতে থাকতেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথের ভগিনী শান্তিদেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন খুব ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল সুবোধ ঘোষ - স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য - বিজন ভট্টাচার্য - বিনয় ঘোষ - দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের সঙ্গে। যাঁরা সকলেই পরে বিশেষ খ্যাতি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন নিজ নিজ সাহিত্য - শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে।

নিতান্ত তরুণ বয়স থেকেই কবি অরুণ মিত্র রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে মার্কসবাদকেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যুক্ত হয়ে প্রগতিশীল সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলন দুর্বার করে তোলায় বিশেষ ভূমিকা নিলেন। প্রগতি লেখক সংঘ - সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি - ভারতীয় গণনাট্য সংঘ - ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ইত্যাকার সব নতুন দিগন্ত উন্মোচনের উদ্যোগ আয়োজনে তাঁর কমবেশি অবদান রয়েছে। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন একজন নিষ্ঠাবান মার্কসবাদী এবং পার্টির একজন নিষ্ঠাবান সদস্য অরুণ মিত্র কমিউনিস্ট পার্টির বে আইনী সময় অর্থাৎ ১৯৩৫-১৯৩৮ এর কালে আত্মগোপন কারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার কঠিন ও দুসাহসিক কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪১ এ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সাংবাদিকতা এবং সম্পাদকের স্বাধীনতার প্রশ্নে মতান্তর ঘটায় আনন্দ বাজার ছেড়ে প্রগতি ভাবনার সাপ্তাহিক 'অরণি' পত্রিকা প্রকাশ করেন। অরুণ মিত্র, লেখক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য প্রথম দিন থেকেই অরণির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সময়টা তখন সারা বিশ্বে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে 'অরণি' পত্রিকার ভূমিকা ঐতিহাসিক। একসময়ে কবির 'লাল ইস্তেহার,' 'কসাকের ডাক-৪২', 'আন্তর্জাতিক, 'ভাষণ' ইত্যাদি সব লেখায় স্বদেশ - স্বভূমি - বিশ্বের বৃহত্তর মানবতার সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠল। ১৯৪৩ এ প্রকাশিত কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা'র 'লাল ইস্তেহার' এ কবির আহ্বান ''প্রাচীর পত্রে পড়েনি ইস্তাহার? লাল অক্ষর আগুনের হলকায় ঝলসাবে কাল জানো''। ''আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ/ ভোঁতা হয়ে গেছে পুরোন কথার ধার'' যুগান্ত উৎকীর্ণঃ এখনি পড়ো নতুন ইস্তাহার ...ভিড়ে ভিড়ে খোঁজা ফৌজ আছে তৈয়ার প্রস্তুত হাতিয়ার/ শক্ত মুঠোয় স্বর্গ ছিনিয়ে নেওয়া দেবতারা পারে ঠেকাতে আর কি বলো?/ শৃঙ্খলে এল সৈনিক শৃঙ্খলা/ উচুঁ কপালের কিরীট যে এসো মেলো।'' বা সেই অতিবিখ্যাত ''কসাকের ডাক ১৯৪২'' সেই কবিতার আগুনের ফুলকি। ''সমতলের শব্দ পাথরে পাথরে বাজে কঠিন। উরালে কলকারখানায় ঘর্মস্নান, দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর সাইবেরিয়া অশান্ত/ পামীরে ককসাসে কঠিন আওয়াজ/ সাথী কাঁধে কাঁধ মেলাও'' — দুনিয়ার ফ্যাসিস্টদুশমন হিটলারের

বিরুদ্ধে লিখিত হয়েছে।

।। তিন।।

অরুণ মিত্রের অন্য সকল কাজের সমান্তরালে ফরাসি ভাষা চর্চার কাজ অব্যাহত খেকেছে। ফরাসি ভাষার লেখক গবেষক কারও কারও সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ক্রমশই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। ১৯৮৮ সালে ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি ফ্রান্সে চলে যান। সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। পরে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফরাসি ভাষা সাহিত্যের তরুণ প্রজন্মের সাহিত্যের নতুন ভাষার মগ্ন অক্ষর কর্মীদের নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি ডক্টরেট এর সম্মান লাভ করেন। পৃথিবী বিখ্যাত ফ্যাসিবিরোধী দুই মহান কবি পল এলুয়ার এবং লুই আরাঁগ দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটছিল ১৯৫১ তে অরুণ মিত্র দেশে ফিরে ১৯৫২ তে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজে ১৯৭২ পর্যন্ত অথাৎ কুড়ি বছর এলাহাবাদে প্রবাসজীবন যাপন করেন। যখনই যেখানে থেকেছেন কলকাতার রাজনীতি সাহিত্য সংস্কৃতির কার্যক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। শিকড় কলকাতার টান অনুভব করেছেন। ফ্রান্স বিদেশ ও এলাহাবাদ প্রবাস থেকে ফিরে তাঁর কবিতায় ফিরে আসা। আবার 'দ্যাখো আমি ফিরে এলাম' বা 'বদলটা অন্ধকারে হয়'। বাংলাকে কলকাতায় যেন নতুন চোখে দেখলেন।

১৯৮৩ এ প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা' প্রকাশিত হবার বার বছর বাদে ১৯৫৫ তে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'উৎসের দিকে, আট বছর পরে তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ঘনিষ্ঠতাপ' ১৯৬৩ সালে, ১৯৭০ এ 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে', ১৯৭৮ এ'শুধু রাতের শব্দ নয়', ১৯৮৬ তে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ খুঁজতে খুঁজতে এতদূর', ১৯৭২এ ভারবি প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। মাত্র ছ'খানি কাব্যগ্রন্থের পুঁজি নিয়ে এবং সেই সঙ্গে কথাসাহিত্য, অজস্র অনুবাদ এবং প্রবন্ধের সংগ্রহ নিয়ে এক বিশাল - বহুমাত্রিক স্রষ্টা এবং সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতির একজন অগ্রগণ্য সংগঠক। 'শিকড় যদি চেনা যায়' কবির একমাত্র উপন্যাস। 'ভারত আজ ও আগামীকাল, জহরলাল নেহেরুর ইংরাজি রচনার অনুবাদ, ফরাসি মনস্বী লেখক ভলতেয়ারের ক্যাণ্ডডং, লেলিনের দীর্ঘ কবিতার অনুবাদ, রাস্কিন - মায়াকোভস্কি - সার্ত্র - কবি পল এলুয়ারের কবিতা ইত্যাদি ছাত্রবস্থা থেকে কবির এই অনুবাদ কর্ম বাঙালিভাষার পাঠকদের সামনে বিশ্বসাহিত্য শিল্পের দ্বারা খুলে দিল। এছাড়াও নানা সময়ে সারাজীবন উপনিবেশিকতাবাদ, সমসাময়িক কবিতা - নাটক - রবীন্দ্র প্রসঙ্গ - সাহিত্যের নন্দনিকা, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্ক ইত্যাদি সহ নানা গ্রন্থের ভূমিকা এবং গ্রন্থ সমালোচনা সহ এবং সুবিশাল সৃষ্টিশীলতার জগৎ।

।। চার।।

কবি অরুণ মিত্রের কবিতা সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, ''কোন ঝড় রকমের আড়ম্বর নেই, আছে কেবল কথা বলার একটা মগ্ন স্রোত। একবার সেই স্রোতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেলে যেন দরজার পর দরজা খুলে যেতে পারে আমাদের চৈতন্যের সামনে, অল্পে-অল্পে তখন আমাদের সমস্ত শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে সেইসব, কবিতা অনেকদিন ধরে'' ঘনিষ্ঠতাপ' সহ শেষের দিকে অনেক কবিতাই গদ্যের আদলে লেখা। তার বুকের ওপরের সাদা বালি সরালেই কবিতার ফল্গুধারা। সাদাসিধে ভাবে চলতে চলতে পাঠকের মনে হবে সামনে সীমাহীন সমুদ্র, মাথার ওপর দিগন্তহীন নীল আকাশ। যেমন ঃ ''কাঁটা তারের সামনে এসে থেমে পড়তে হল/ এর আগে পর্যন্ত রাত্রি আমাকে একটানা বয়ে এনেছে'' বা 'ঘুমের দরজা ঠেলে তারা ঢুকল/ কোন ভোরের নদীকে ছুঁয়ে এসেছে/ কোন কচি পাতায় হাত বুলিয়ে এসেছে। তার ঘোর যেন তাদের সর্বাঙ্গে লেগে আছে/ আমি অবাক হয়ে দেখলাম''। আর অবাক হয়ে দেখতে থাকলো সময় থেকে সময়ান্তরের বাংলা কবিতার পাঠক। চিত্তের চিরস্বাভাবিক মানব গোষ্ঠীর আবেগকে প্রকাশ করতে হবে বলেই কবি কবিতা লেখেন, সাহিত্যের অঙ্গনে হেঁটে চলেন। চল্লিশের কালের বাংলা কবিতার তথাকথিত 'সত্য - শিব সুন্দর' সাহিত্য একান্ত ব্যক্তিমনের আবেগ'' -কল্পনার অভিক্ষেপনের ইত্যাকার বিতর্কিত মতামত থেকে সরে এসে সাহিত্যকে জীবনের সত্যতায় অথচ নান্দনিকতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মানুষকে সমাজ - সংসারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মানবমুখিনতা ও সমাজমুখি যে একই অমোঘ সত্যের দুই দিক এই বোধ বোধি রক্ত, মাংস - অস্থি - মজ্জায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চল্লিশের দশকে। আটপৌরে ঘারোয়া চালের সঙ্গেই মিশে থাকে স্বপ্নচারিতা রোমান্টিক আকুলতা রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' গ্রন্থের মতোই। সম সময়ের সহকর্মী ও সহমর্মী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'বয়েস যাঁকে ছুঁতে পারেনি। নব্বই বছর পর করেও না তাঁর শরীরে, না তাঁর কবিতায়, না তাঁর চির সূর্যোদয়ের মতো হাসিতে কোথাও জরা স্পর্শ করতে পারেনি। একেবারে শেষের দিকেও কবিকে বলতে শুনি, ''আমরা হাঁটতে হাঁটতে কতদূর এসেছি? যতদুরই হোক ফিরবার ভাবনা নেই। কিন্তু ঐ তারা তখন কাঁপছে। আমি বুলার হাত শক্ত করে দাঁড়িয়েছি/ আমরাও গর্জনের সামনে বা ''আমরা প্রথম আকড়াই পায়ের পিঙ্গল রেণু দানাবাঁধ কাঁচা জমি/ অপ্রতিরোধ্য আমরা দুজন মেলি পিছনে আসবে দৃঢ় অক্ষৌহিনী/ সেই প্রত্যয়ে আমরা দখল নিলাম।'' এই কবির প্রত্যয় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে শুনবেন সকল কালের পাঠক।